নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৮, পৃঃ ৯৭-১০৯
© ২০১৩ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'ঢাকাই হাই কালচার'- একটি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা

রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা*

১. ভূমিকা

সমসাময়িক নৃবৈজ্ঞানিক ও উত্তরাধুনিক আলাপচারিতায় পপুলার কালচার ও হাইকালচার সম্পর্কিত বাকবিতন্ডা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নগর সংস্কৃতিতে 'পপুলার কালচার'[১] ও 'হাই কালচার'[২] কে একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (Eliot, 1948)। ষাটের দশকে 'উচ্চ'ও 'নিম্ন' সংস্কৃতির মধ্যকার ভিন্নতা নির্মাণের আধুনিকতাবাদী চর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে উত্তরাধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটে। 'উচ্চ সংস্কৃতি' বলতে সাধারণত এলিট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ক্ল্যাসিক্যাল তথা যা কিছু কালজয়ী অথবা যে সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজের আদর্শ সংস্কৃতি তথা অভিজাত সংস্কৃতির চেতনা গড়ে উঠে তাকে বোঝানো হয়। তবে উচ্চ সংস্কৃতির কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয় এবং এর ধারণায়নের রয়েছে নানাবিধ জটিলতা ও সংকট। স্থান, কাল, পাত্র ও সময়ের ভিন্নতায় উচ্চ সংস্কৃতির ধারণায়নের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় (Dahl, 2001)। ফলশ্রুতিতে ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রেক্ষিতে পপুলার কালচার ও তার বিপরীতে হাই কালচারকে নির্মাণ করা যতটা সহজ, ঢাকা শহরের নগর সংস্কৃতির আলোকে 'পপুলার' বনাম 'হাই কালচার' নির্মাণ প্রসঙ্গটি ততটাই জটিল। কেননা সমসাময়িক কালে বিশ্বায়ন, টিভি মিডিয়া, ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক এতটাই পরিব্যপ্ত যে, এখানে যে কেউই ঘটনা চক্রে যে কোন সংস্কৃতি চর্চার অংশ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ঢাকার হাই কালচার ধারণায়নের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন, এক অর্থে অসম্ভব। সমসাময়িক চিন্তাজগতে ঠিক যেভাবে পপুলার কালচারকে হেজেমনিক এবং হাই কালচারকে ধ্রুপদী চর্চার যুক্ত করার বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ তেমনি ঢাকার প্রেক্ষাপটে 'এলিট' তথা অভিজাত শ্রেণি নিয়েই রয়েছে নানাবিধ জটিলতা, ফলে ঢাকার হাই কালচার বলে আদৌ কোন কিছু গড়ে উঠেছে কিনা সে প্রসঙ্গ উত্থাপন এ প্রবন্ধের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যদিকে নাগরিক জীবন যাপনে ও নগর সংস্কৃতি চর্চায় উচ্চ সংস্কৃতির ধারণাটি বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কেননা নগর ও নগর জীবনাচারের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে উন্নত জীবনাচার তথা উচ্চ সংস্কৃতির চেতনা, যা কিনা নগরের এলিট শ্রেণি দ্বারা নির্মিত হয় (Cooney, 1994)। সময়ের আবর্তে নগরে বসবাসরত মানুষের চেতনায় ও প্রেক্ষিত নির্ভর বাস্তবতা নির্মাণের রাজনীতির

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ইমেইলঃ sksnigdha@gmail.com

আলোকে নগর জীবনসংস্কৃতিতে হাই কালচার ধারণায়নের সংকট অনুধাবন এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। ভূমিকা ও উপসংহার ভিন্ন প্রবন্ধটিকে তিনটি পৃথক অংশে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে অলোচনার প্রথম অংশে বৈপরীত্যের বিচারে সংস্কৃতির ধারণাগত সংকটকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিজাত শ্রেণির সাংস্কৃতিক চর্চা প্রসঙ্গে এলিট সংস্কৃতি ও ঢাকাই এলিট নির্ধারণের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, তত্ত্ব ও পরিসরগত বাস্তবতা বিচারে ঢাকাই 'হাই কালচার' ধারণায়নের সংকটকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষে ব্যক্তিগত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটির একটি উপসংহার টানা হয়েছে।

২. 'হাই কালচার' বনাম 'পপুলার কালচার'

সাধারণত যে সকল ধ্রুপদীসাহিত্য, কলা, সঙ্গীত, জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক চর্চাসমূহ অভিজাত শ্রেণির সাথে যুক্ত হয়ে এলিট শ্রেণির সংস্কৃতি হিসাবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় হাই কালচার (During, 1999)। অন্যদিকে পপুলার কালচার তথা জন সংস্কৃতি হিসেবে জনগনের সংস্কৃতিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে জন সংস্কৃতি 'উচ্চ সংস্কৃতি'র বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে জাতিগোষ্ঠীর জন-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে (Gramsci, 1971)। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পপুলার কালচার এবং হাই কালচরের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরস্পর বিপরীত মুখী। Leavis (2008) বলেন, পপুলার কালচারকে পাঠ করতে হলে আবশ্যিক ভাবেই হাই কালচারের বিপরীতে তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। অন্যদিকে পপুলার কালচার নির্মাণে স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতা এবং রাজনীতির সম্পর্ক বিরাজমান, ফলত পপুলার কালচারের বিপরীতে হাই কালচরের অধ্যয়নে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষন জরুরী (Lewis, 2001)। তাই সংস্কৃতি অধ্যয়নে ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে হাই কালচার সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের পপুলার কালচার সম্পর্কিত ধারণাগত জটিলতা সম্পর্কে জানা জরুরী।

সস্যুরের মতে, কাঠামোবাদী দৃষ্টিকোনে বিচার করলে পপুলার কালচারকে 'ideological Machine' বা সমাজের মতাদর্শ নির্মাণের মেশিন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে পপুলার কালচার বরাবরই সমাজের অধস্তন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে পক্ষান্তরে হাই কালচার সমাজের উচ্চশ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে রিপ্রেজেন্ট করে। Hall (1981) বলেন, সংস্কৃতিকে যে দুটি বিশদ প্যারাডাইমে ভাগ করা যায় তার একটি হলো আমাদানিকৃত বা 'imported culture' অন্যটি হলো ঘরে ঘরে তৈরী সংস্কৃতি বা 'home-grown culture' বা 'দেশজ সংস্কৃতি'। সংস্কৃতির এই দুটি প্যারাডাইম যেমন একটি অন্যটির বিপরীতে অবস্থান করে, একই ভাবে হাই কালচার ও পপুলার কালচার একটি অন্যটির বিপরীতে অবস্থান নেয়। Thompson (1963) তার দারিদ্রতত্ত্বে বলেন, পপুলার কালচার হলো শ্রমিক শ্রেণির যাপিত সংস্কৃতি অথবা এটি সেই সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে, যেভাবে তাদের জীবনকে যাপন করা হয়। তিনি আরো বলেন, নগর জীবন যাপনে ভোগবাদীর সংস্কৃতিতে একজনের অর্থে অন্য জনের পছন্দ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ফলে নগরায়ন প্রক্রিয়ায় বিকশিত জীবনাচার নগর সংস্কৃতির বিভাজন ঘটায়। এক্ষেত্রে আধিপত্যশীল মতাদর্শ সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে হেজেমনিক হয়ে উঠে Gramsci

(1971)। গ্রামসির মতে, থমসন যেভাবে পপুলার কালচারকে শ্রমিক শ্রেণির যাপিত জীবন সংস্কৃতি ব্যাখা করেন, তাতে মনে হতে পারে যে এটি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চার ফসল বা এটি অধঃস্থন শ্রেণির নিজস্বতাকে ধারণ করে, কিন্তু বাস্তবে মূলত এটি সুনিপুণ ভাবে চাপিয়ে দেয়া এক প্রকার সংস্কৃতি যা ডিসকার্সিভ পরিসরে চর্চিত হয়ে থাকে (Mouffe,1977)। গ্রামসির মতে, সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি ও মতাদর্শিক চর্চার উৎস হলো এর দুটি বৃহত্তর সামাজিক শ্রেণি তথা বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি। তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে হাই কালচার হিসেবে বিবেচনা করে সাংস্কৃতিক হেজেমনিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে Bennett(1998) এর মতে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি তথা এলিট শ্রেণির সংস্কৃতি চর্চার সাথে যখন ঐতিহাসিকতা ও বুর্জোয়া মূল্যবোধ যুক্ত হয় তখনই তা হাইকালচারে রূপ লাভ করে।

অন্যদিকে Gripsrud(1998) বলেন, হাই কালচারের সাথে প্রাতিষ্ঠানিকতার সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা হাইকালচার কেবল অভিজাত বা এলিট শ্রেণির চর্চিত কোন সংস্কৃতি নয়। এটি প্রজন্ম হতে প্রজন্ম কেবল বংশানুক্রমিক ধারায় চর্চিত কোন সংস্কৃতি নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক পরিসরে নির্মিত এবং যাপিত একধরনের জীবনযাত্রা। তার মতে, সংস্কৃতির এই প্রাতিষ্ঠানিকতা হাই কালচারকে ধ্রুপদী কালোত্তীর্ণ প্রবাহমানতার দিকে নিয়ে যায়। Gripsrud অন্যান্যদের ভিন্নতায় দাবী করেন, হাই কালচার নিশ্চিতভাবেই পপুলার কালচারের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে তবে এটিকে কেবলই এলিট শ্রেণির চর্চিত সংস্কৃতি ভাবা সমস্যাজনক। তিনি গ্রামসি ও বেনেটের ভিন্নতায় বলেন, সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিরুচি ও মননশীলতার সাথে সাথে 'choice' এর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, হাই কালচার সর্বদা কোন ঐতিহ্যগত বা পারিবারিক বিষয় নাও হতে পারে, এটি কোন given condition হিসেবে ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয় না বরং এটি চর্চার মধ্য দিয়ে গ্রহন করতে হয়। ফলে এক্ষেত্রে অনেকে নতুনভাবে হাই কালচারকে 'choice' হিসেবে গ্রহন করতে আগ্রহী হতে পারে। আমি Gripsrud এর সাথে অনেকাংশেই একমত পোষণ করি। একথা সত্য যে একটি দীর্ঘ সময় ধরে হাই কালচারকে এলিট শ্রেণির সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। তথাপি এলিট শ্রেণির সংঙ্গায়ন বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির নির্মাণের রাজনীতির বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সুনিপুণ ভাবে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া সমসাময়িক নগরজীবন সংস্কৃতিতে এলিট জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা ঠিক যেমন সমস্যাজনক তেমনি এলিট শ্রেণির সংস্কৃতি বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হাই কালচার ধারনায়নের সংকট বিশ্লেষণ করা জরুরী । অন্যদিকে মনে রাখা প্রয়োজন হাই কালচারের সাথে যদিও ঐহিত্য ও ঐতিহাসিকতা যুক্ত তথাপি এটি কোন পারিবারিক সংস্কৃতি নয় যা মানুষ প্রজন্ম সুত্রে গ্রহন করে। সংস্কৃতির প্রবাহমানতা ব্যক্তির জীবনাচারকে নানাভাবে স্পর্শ করে। তাই ব্যক্তি কখন কীভাবে কোন সংস্কৃতির আদলে নিজেকে সাজাবে তা ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের সাথে যুক্ত। কিন্তু ব্যক্তির কোন সংস্কৃতিকে আপন করে

নিবে বা তার সাংস্কৃতিক চর্চা কি হবে তা কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন বিষয় নয়, ফলে সংস্কৃতির সামাজিক নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক চর্চার নেপথ্যের রাজনীতি অনুধাবন করাও জরুরী।

অন্যদিকে সংস্কৃতি অধ্যয়নে উচ্চ ও নিম্ন সংস্কৃতির ফারাক আলোচনার সংকট কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরেই নয় আমাদের ব্যবহারিক জীবনাচারেও বিশেষভাবে লক্ষনীয়। সংস্কৃতির প্রবাহমানতা সংস্কৃতিকে কোন বিশেষ বলয় দ্বারা সীমায়িত করতে পারে না। অর্থাৎ সংস্কৃতি মাত্রই নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। Hall (1992) বলেন, সংস্কৃতির শ্রেণিকরন প্রক্রিয়াটির সাথে নগরায়ন, নগর সংস্কৃতি, এবং নগর অভিজাত শ্রেণির সম্পর্ক অনুধাবন করা জরুরী। তার মতে হাই কালচারকে শুধু পপুলার কালচারের বিপরীতে অধ্যয়ন করা হলে এর সাথে যুক্ত রাজনীতিকে অনুধাবন করা যাবে না। তিনি দাবী করেন, একটি সংস্কৃতির শ্রেণিকরণের সাথে 'status-group' এর সম্পর্ক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। Gripsrud এর ন্যায় Hall ও মনে করেন, ব্যক্তির সাংস্কৃতিক চর্চা কোন 'given condition'[৩] নয়। তিনি এর সাথে আরো যুক্ত করেন যে, এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। হলের মতে, ১৮৫০ হতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে হাই কালচারকে যেভাবে 'isolated culture'[৪] হিসেবে দেখা হত নগর সংস্কৃতিতে তা দেখা সম্ভব নয়। নগরায়ন ও ভোগবাদী চেতনা হাই কালচারকে যদিও বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির আচ্ছাদন হতে সরিয়ে দিয়েছে তথাপি এর সাথে এলিটিজম বা আভিজাত্যের সম্পর্ক এখনও যুক্ত রয়েছে। তবে হাই কালচারকে জনগনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা সমস্যাজনক। কেননা যাদুঘর বা গ্যালারীতে যে সকল সংস্কৃতি পরিবেশন করা হয় তা বেশীরভাগই হাই কালচারের ধারক এবং বাহক। তবে সেই হাইকালচারের সাথে সাধারণ শ্রেণির পরিচয় করিয়ে দিতেই সেটিকে গ্যালারী বা মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হয় (Hall.2000)। এক্ষেত্রে আবশ্যিক ভাবেই পপুলার কালচার এবং হাই কালচারের মধ্যকার বিশিষ্টতা তথা 'cultural distinction'[৫] কে পরিবেশন করাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। হলের মতে, যখন একটি নগর গড়ে উঠে তখন নগরের কিছু সাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে একটি শক্তিশালী নাগরিক পরিচিতি নির্মাণের নিমিত্তে যে বিশেষ সংস্কৃতি নির্মিত হয় সেটিকেই বলা হয় হাই কালচার। একই সাথে মনে রাখা প্রয়োজন ক্ষমতা পরিবেশনের ঐতিহ্যগত একটি হাতিয়ার হিসেবেও হাই কালচারকে ব্যবহার করা হয়, যা নগর সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। হল আরো বলেন, পপুলার কালচারের সাথে যেভাবে ঐতিহ্যকে যুক্ত করা হয় তা সমস্যাজনক, কারণ যে কোন সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমূহের পিউরিটি বা বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য ঐতিহ্যকে কোন সুনির্দিষ্ট অবয়বে, আকারে বা বলয়ে আবদ্ধ করা যায় না। হল এ প্রসঙ্গে গ্রামসির সমালোচনায় বলেন, সংস্কৃতিকে গ্রামসি যত না 'ways of life' তথা 'যাপিত জীবন' হিসেবে দেখেছেন তার চেয়ে বেশী 'ways of Struggle' হিসেবে উপস্থাপন করছেন। ফলে গ্রামসির সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলাপচারিতা আমাদের সংস্কৃতি কীভাবে একটি নতুন 'collective will'[৬] তৈরী করে সেটি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে কিন্তু পপুলার কালচার বা হাই কালচারের সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে যে রূপান্তরিত

হয়, সেটিকে সামনে আনতে পারে না। Hall বলেন, পপুলার কালচার খুব নিবিড়ভাবে শ্রেণি ধারণার সাথে যুক্ত। এটি যতটা না সংস্কৃতিকে রিপ্রেজেন্ট করে তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেণিগত বৈষম্য ও শ্রেণি সংগ্রামকে তুলে ধরে। একই সাথে পপুলার কালচার রাজনৈতিকও বটে। এটি যতটা না গণমানুষের সংস্কৃতি তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা চর্চার আধিপত্য কায়েমে উৎসাহী। অন্যদিকে হাই কালচার ব্যক্তির অভিরুচি ও চর্চার সাথে যুক্ত একটি বিষয়। শ্রেণিগত বোধ এক্ষেত্রে বিরাজমান, তবে তা পপুলার কালচারের ন্যায় এতটা প্রগাঢ় নয়। মোদ্দা কথা হল ক্ষমতা চর্চার দুটি ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী বাহক হলো পপুলার বনাম হাই কালচারের অবস্থাগত পরিচিতি যেখানে সংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা ও রাজনীতির অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

৩. এলিট সংস্কৃতি ও ঢাকার ঐতিহাসিক 'এলিট'

সাধারণত এলিট বলতে সমাজের অভিজাত শ্রেণিকে বোঝান হয়ে থাকে, Pareto (2008) এর মতে, সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণিগুলোর মাঝে যারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে ক্ষমতাচর্চা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তারাই হলো 'এলিট'। তিনি এলিটকে দুটি ভাগে ভাগ করেন, এদের একটি হলো যারা শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এবং অপরটি হলো যারা শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত না হয়েও সমাজে বিশেষ ধরণের আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। Bourdieu (1984) বলেন, ব্যক্তি তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তথা 'social capital' বা 'cultural capital' এর মধ্য দিয়েও এলিট শ্রেণির একজন সদস্য হয়ে উঠে। তার মতে, সমাজে যিনি বা যারা এলিট হিসেবে পরিচিত তারা শুধু ক্ষমতা বা শাসক শ্রেণির সাথেই যুক্ত হবেন এমন কোন কথা নেই তারা বিশেষ সংস্কৃতি চর্চার কারণেও এলিট শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে। Bourdieu বলেন, এলিট শ্রেণি তার সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে তার আভিজাত্যকে প্রকাশ করে। আর এইরূপ সাংস্কৃতিক আভিজাত্য প্রকাশ পায় হাই কালচারের মধ্য দিয়ে, যার উদ্দেশ্যই থাকে পৃথকতা স্থাপন করা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এলিট শ্রেণির সাথে তার সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসঙ্গটি খুবই নিবিড়। ঢাকার নগর-সংস্কৃতি বিচারে সমসাময়িক কালে হাই কালচার ধারণায়নের সংকট বিশ্লেষণে ঐতিহ্যগতভাবে এ নগরের চর্চিত হাই কালচার অনুধাবন করা জরুরী কেননা সাধারণত আমরা হাই কালচার বলতে অভিজাত শ্রেণির সংস্কৃতি তথা এলিট জনগোষ্ঠীর সেই সকল সংস্কৃতিকে বুঝি যা একটি দীর্ঘ সময় অতিক্রম করেও টিকে থাকে এবং পৃথকতা স্থাপন করে। সংস্কৃতি চর্চার এইরূপ আভিজাত্য ধরে রাখার মধ্য দিয়েই সমাজের শ্রেণিগত ফারাক উপস্থাপিত হয়। একই সাথে নগর সভ্যতা ও নগর সংস্কৃতির বিশেষত্ব উপস্থাপনে হাই কালচারের পরিবেশন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, একটি নগরীর পরিচিতি নির্মাণের অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে হাইকালচারকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এরূপ সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা ও সাতন্ত্র্য সূচক বৈশিষ্ট্য তৈরী হয় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে চর্চিত নগরের অভিজাত শ্রেণির সংস্কৃতির মাধ্যমে। ফলে ঢাকার হাইকালচার ধারণায়নের সংকট অনুধাবনে এ অঞ্চলের এলিট সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

পূর্বের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরীর এলিট নির্ধারণ করা যতটা সহজ বর্তমান সমসাময়িককালের এলিট শ্রেণি নির্ধারণ করা ততটাই কষ্টসাধ্য। কারণ বর্তমান এলিট বা অভিজাত শ্রেণি কোন ঐতিহ্যকে পারিবারিক বা বংশানুক্রমিকভাবে ধারণ করে না। এই এলিট গোষ্ঠী পূর্বেকার অভিজাত শ্রেণি তথা ঢাকা নগরের নবাব পরিবার বা সরকার নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা নয়। বর্তমান সময়কালের অভিজাত শ্রেণির পরিব্যাপ্তি এতটাই বিস্তর যে, এই শ্রেণি চিহ্নিত করার কোন নির্ধারক খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্বেকার ঢাকার এলিট বলতে মূলত যাদের বোঝান হতো তারা হলো, মোঘল রাজ কর্মচারী, পরবর্তীতে নায়েব-নাজিম, জমিদার, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বেতনভোগী চাকুরে শ্রেণী এবং কালেক্টরগণ (রহমান, ২০১১)। সে সময় এলিটকে বোঝার উপায় ছিল সহজ কেননা ঢাকার অভিজাত সম্প্রদায় অর্থ বিত্তের পরিচিতি ঘটানোর জন্য নিজেরাই সচেতন এবং স্ব-উদ্যোগী ছিলেন। তাদের ধন সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রদর্শনের সাথে সাথে বংশানুক্রমিকভাবে অভিজাত বংশগত পরিচয় ধরে রাখার তাগিদে তারা নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন (হোসেন, ১৯৯৫)। কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান তো এমন ছিলো যে, শুধুমাত্র সমাজের অভিজাত বংশের মানুষেরাই অংশ গ্রহণ করতে পারত। ঢাকার স্থানীয় এলিটদের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ অনেক ভাগে বিভক্ত ছিল ফলে এক একটি ভাগ 'দল' নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক 'দল' শাসন করতেন একজন মোড়ল বা সভাপতি। তিনি 'দলপতি' নামে পরিচিত ছিলেন। দলপতি বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত হতেন। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে দল ছিল না। তবে প্রতিটি মহল্লার বা পাড়ায় 'পঞ্চায়েত' ছিল। মহল্লার পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হতো 'পঞ্চায়েত'। পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হতো 'সর্দার'। এটিও বংশানুক্রমিক ভাবে নির্বাচিত হতো। মহল্লার সর্দার যে দিন সর্দারী গ্রহণ করতেন সেদিন মহল্লার সবাই মিলে সর্দারকে একটি পাগড়ী উপহার দিতেন। এই পাগড়ীকে বলা হতো 'সর্দারী পাগড়ী'। সর্দার সেদিন সকলকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেন। পাড়ার সমস্ত কলহ বিবাদ মীমাংসা হতো পঞ্চায়েতে এবং পঞ্চায়েতের রায় মেনে নিতে সবাই বাধ্য থাকত। ফলে দলপতি এবং সর্দার ছিল ঢাকার স্থানীয় এলিট শ্রেণি (মামুন, ১৯৯৬) । অন্যদিকে এসময় ইংরেজরা বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করার জন্য এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নতুন একশ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ দেন যারা 'কালেকটর' নামে পরিচিত ছিল। কালেকটর ছিলেন তার অঞ্চলের সর্বেসর্বা (রহমান, ২০১১)। ঢাকার নায়েব নাযিমদের চেয়ে তার ক্ষমতা ছিল বেশী ফলে এই কালেকটর শ্রেণি পরবর্তীতে ঢাকার অন্যতম এলিট গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে । অন্যদিকে এলিট সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে একটি দীর্ঘ সময় ঢাকায় উর্দু ও ফারসী ভাষার চর্চা লক্ষ্য করা যায় যেখানে ঢাকার নবাব নাযিমদের গৃহে 'মুশায়েরা'[৭] অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো যা কিনা তৎকালীন ঢাকার অত্যন্ত অভিজাত সংস্কৃতির পরিচায়ক ছিল (রফিক, ২০০৬) । কিন্তু বর্তমান ঢাকায় সেখানে স্থান করে নিয়েছে হিন্দী মিশ্রিত বাংলা অথবা ইংরেজী মিশ্রিত বাংলা ভিাষা আর মুশায়েরার পরিবর্তে ডি.জে. পার্টি বা ক্যাম্প ফায়ার। এছাড়া অর্থ ও আভিজাত্য প্রকাশের অন্যতম প্রদর্শন ছিল 'ঈদমিছিল'[৮] (রহমান, ২০১১)। অন্যদিকে ঢাকার ঐতিহাসিক এলিটদের খেলা হিসেবে ঘোড়াদৌড় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যার মূল কেন্দ্র ছিল ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান (আক্রাম, ২০০৭)। মজার বিষয় হল এই সকল চর্চা সকলের জন্য ছিল না, রেসকোর্স

ময়দানে অংশগ্রহন বা মুশায়েরা অনুষ্ঠানে যোগদান করা ছিল বংশীয় আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ, যে কেউ চাইলেই এধরণের অনুষ্ঠানের অংশ নিতে পারতো না।

আজকের দিনের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরিই ভিন্ন। যে কোন ব্যক্তির আকস্মিক অর্থনৈতিক উন্নতি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের যোগাযোগ, ব্যক্তির পদচারনাকে প্রতিহত করতে পারে না। সমসাময়িক কালে ঢাকার যে কোন অনুষ্ঠানে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের যোগাযোগের সূত্র ধরে যে কেউই অংশ নিতে পারে। ব্যক্তির অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা এখন শুধু বংশানুক্রমিক নয় বরং এটি অনেক বেশী ব্যক্তির নিজস্ব অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়। Grimsrud যেভাবে দেখান হাই কালচার কোন আরোপিত বিষয় নয় বরং বর্তমান সময়কাল ব্যক্তির অভিরুচি বা তার নিজস্ব পছন্দের সাথে সর্ম্পকিত, বর্তমান ঢাকা নগরীর ক্ষেত্রেও সে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা বর্তমান ঢাকার এলিটগণ কোন বংশানুক্রমিক ধারা অনুসরণে কোন সাংস্কৃতিক চর্চা করে না বরং তারা তাদের সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখতে বৈশ্বিক সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি চর্চায় অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

৪.১ ঢাকাই হাই কালচার ধারণায়নের সংকট

নগর সংস্কৃতিতে ঢাকার হাই কালচার বিশ্লেষণের সবচেয়ে প্রধানতম সংকট হলো ঢাকা যদিও চার-চারবার রাজধানী শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তথাপি এখানকার যারা ঐতিহাসিক এলিট শ্রেণি তারা এখানকার স্থানীয় কোন জনগোষ্ঠী নয়, এদের বেশীরভাগই ছিল বহিরাগত। মোঘল সম্রাট ইসলাম খাঁ চিশতীর আগমন সূত্রে এ অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এর পূর্বে এ অঞ্চলে কোন এলিট শ্রেণি ছিল কিনা বা এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চর্চাই বা কি ছিল, সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে ঢাকার এলিট শ্রেণির প্রথম পর্যায়ে এ অঞ্চলের মোঘল রাজকর্মচারীদেরকেই ধরে নেয়া হয়। এরই সূত্রে পরবর্তীতে বাণিজ্য নগরী হিসেবে পরিচিত হবার সূত্রে অপরাপর স্থান হতে আরো বহিরাগতের সমাগম ঘটতে থাকে। যারা কালক্রমে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতাসম্পন্ন বংশ হিসেবে নিজেদের পরিচিতি নির্মাণের লক্ষ্যে ভিন্ন মাত্রার সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র্যতা তুলে ধরে। ফলে ধারণা করা যায় যে, ঢাকার প্রাথমিক পরিসরে এই সকল অভিজাত পরিবারের সাংস্কৃতিক চর্চা আর দৈনন্দিন জীবনচর্চার হতেই সৃষ্টি হয় ঢাকার হাই কালচার চর্চার যাত্রাপথ। কিন্তু প্রশ্ন হলো- হাই কালচার যদি হয়, ধ্রুপদী, কালজয়ী কোন প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক চর্চা যা বংশানুক্রমিকভাবে এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে কালের ধারাবাহিকতায় স্থির কোন সংস্কৃতি, তবে ১৬০৫ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার কোন নিজস্ব এলিট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে কি ? যদি গড়ে উঠে থাকে তবে এই এলিট গোষ্ঠীর এমন কোন নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা রয়েছে কি যার মাধ্যমে এ নগরীর পরিচিতিকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব ? আলোচনার এ পর্যায়ে ঢাকার ঐতিহাসিক অভিজাত শ্রেণি ও সমসাময়িক ঢাকাই এলিটটির অন্যতম উপাদান ব্রান্ডিং তথা 'ব্রান্ড-কালচার' বিশ্লেষণের আলোকে ঢাকাই হাইকালচারের ধারণায়নের সংকট প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে।

৪.২ 'ব্রান্ড কালচার' ও সমকালীন ঢাকা

সমসাময়িক ভোক্তা সংস্কৃতি ও ভোগবাদী মননের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্রান্ডিং। ঘরের ফার্নিচার হতে শুরু করে ইলেকট্রনিকস, ঘর সাজানোর সরঞ্জাম হতে শুরু করে গৃহশৈলীর সকল উপকরণ পর্যন্ত, সকল কিছুর সাথে যুক্ত হচ্ছে নানাবিধ ব্রান্ডের নাম। তৎকালীন সময়ে ঢাকার ঐতিহ্য নির্ধারক ছিল মসলিন, কাসার থালা, পিতলের কলসী, অথবা শাখারী বাজারের শাখা আর বর্তমান ঢাকার ঐতিহ্য ধারণ করে আড়ং, যাত্রা, দেশাল, বিবিয়ানা, রঙ ও দেশীদশের নানাবিধ পণ্য অথবা আখতার, হাতিল, খন্দকারের নানাবিধ আসবাবপত্রসমূহ। ভোক্তাসংস্কৃতির আদলে এসকল ব্রান্ড নামগুলো এক অর্থে ভিন্ন আঙ্গিকে ঢাকাই হাইকালচারকে ধারণ করছে। পূর্বে যেখানে সরকার-নিযুক্ত কর্মকর্তা বা রাজকার্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গদের আবাসস্থান হিসেবে তথা পূর্বেকার ঢাকার এলিট শ্রেণির বসবাস এলাকা হিসেবে ওয়ারীকে বিবেচনা করা হতো (মামুন, ১৯৯৬) এখন সেখানে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত বহুতল আবাসিক ভবনকে অভিজাত শ্রেণির বসবাস স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে যেমন, ডোমিনো, বিটিআই, শেলটেক, এসেট, ইস্টার্ন হাউজিং, প্যারাডাইস ইত্যাদি। আবার একইসাথে এসকল আবাসিক প্রকল্প যেসকল স্থানে গড়ে উঠেছে সেসকল স্থানকে ঢাকাই এলিটদের বসবাস স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে যেমন, বারিধারা, বসুন্ধরা, উত্তরা, গুলশান, বনানী ইত্যাদী।

ঢাকার নিজস্ব এলিট সংস্কৃতির অপর একটি অন্যতম উপাদান হলো পোশাক। পোশাক শুধু ঢাকার এলিট শ্রেণিকেই পরিবেশন করে না, এটি কালানুক্রমিকভাবে হাইকালচারের একটি অন্যতম টুলস হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাছাড়া নগরী হিসেবে ঢাকার বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং একটি স্বতন্ত্র্য পরিচিতি নির্মাণে ঢাকার খুবই অভিজাত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিচিতি পায় ঢাকাই মসলিন। ঢাকার রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান পণ্য ছিল এই মসলিন। গুণের তারতম্য বিচারে এ সকল মসলিনের বিভিন্ন নামকরণ করা হতো যেমন, শবনম, সরবতি, নয়নসুক, চারখানা ইত্যাদি। ঢাকাই মসলিনের মধ্যে আবার অভিজাত শ্রেণির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ এক প্রকার মসলিন পরা হতো যার নাম ছিল 'কাসিদা'। মূলত বুটিকতোলা মসলিনকে বলা হতো কাসিদা। এটি ছিল সর্বাধিক দামী মসলিন। এমনকি ১৮৯৬ সালেও এই কাসিদা রপ্তানি করে ঢাকা লাভ করেছিল আড়াই লক্ষ টাকা (লুৎফুল হক. ২০১২)। ফলে কাসিদা পরিহিত নারী কেবল পোশাক পরিধানের জন্য পোশাক পরত না, এটি ছিল তার সামাজিক মর্যাদা এবং আভিজাত্যের প্রতীক (মামুন, ১৯৯৬)। ঢাকাই মসলিনের আভিজাত্য কেবল ঢাকার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সিল্ক রোড এবং নৌপথে এশিয়া থেকে ইউরোপ অবধি মসলিনের বাণিজ্য ছিল। ফলে মসলিন কেবল ঢাকাই হাইকালচারকেই নয় ঢাকা নগরীর পরিচিতি নির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে সমসাময়িক ঢাকা নগরীর হাইকালচারের সাথে যুক্ত হয়েছে নানা নাম, নানা ধরনের ব্রান্ড। এখন কোন নির্দিষ্ট পোশাক নয় এবং পোশাকের ব্রান্ড ও তার নাম হয়ে উঠেছে এলিট শ্রেণির পরিচায়ক। এখন হাইকালচার যতটা না কোন সুনির্দিষ্ট পোশাক কেন্দ্রিক তার চেয়ে বেশী নির্দিষ্ট ব্রান্ডের নাম কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে অর্থই শুধু নয়, ব্যক্তির মননশীলতা অভিরুচি এবং বিক্রয়-মনস্কতা প্রাধান্যশীল হয়ে

উঠেছে। আগে যেখানে ঢাকাই মসলিনের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে তথা ঢাকার নিজস্বতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা এলিট শ্রেণির মাঝে লক্ষ্য করা যেত এখন সেখানে অনেকক্ষেত্রে ঢাকা নয় বরং পশ্চিমা বিভিন্ন ব্রান্ডের নামের সাথে যুক্ত হবার বিষয়টি এলিটটির সাথে যুক্ত হচ্ছে। শুধু অর্থ নয় এই সকল ব্রান্ডের সাথে ব্যক্তির পরিচয় থাকার বিষয়টিও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তির আভিজাত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যাচ্ছে যে, সমসাময়িক ঢাকায় কেবল পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান নয়, কোন ব্রান্ডের কাপড় পরা হচ্ছে সেটিই ব্যক্তির পরিচিতিকে নির্ধারণ করছে না, একই সাথে বিভিন্ন ব্রান্ড নামের সাথে পরিচিত হওয়ার বিষয়টিই ব্যক্তির সাংস্কৃতিক মূলধন হিসেবে কাজ করছে যা তাকে সমাজের উচ্চ শেণির মর্যাদা দিচ্ছে। তাই ব্রান্ড নাম এর সাথে যুক্ত হবার বিষয়টি বর্তমান সময়কালে ঢাকার নগর-সংস্কৃতিতে হাই কালচারের পরিপূরক হিসেব কাজ করছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেশীয় ব্রান্ডের বিপরীতে ঢাকার নিজস্ব পোশাক বা কাপড় যতটা না বর্তমান সমকালীন এলিট শ্রেণির আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী এলিটিজমকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওয়েষ্টার্ন আউটফিট এবং ভারতীয় এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের কাপড় ও পোশাকসমূহ। পূর্বে ঠিক যেভাবে ঢাকাই মসলিন পোশাক এলিটিজমকে রিপ্রেজেন্ট করত এখন সেখানে ঢাকার নয় বরং ইন্ডিয়ান অথবা ওয়েষ্টার্ন আউটফিটের মধ্য দিয়ে হাই কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আর এই পরিবেশনের সূত্র ধরেই ঢাকায় পরিচালিত হয় নানাবিধ ফ্যাশন উৎসব যেমন, ল্যাকমি ফ্যাশন উইক, জারা ফ্যাশন ফ্যাসটিভেল, ভাসাবী ফ্যাশন ইভেন্ট ইত্যাদি। এছাড়া দেশীয় ডিজাইনারের পোশাকে পাশ্চাত্যের ঢং ব্যবহার করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক ঢাকার এলিট শ্রেণি কেবল পোশাক পরিধানের মধ্য দিয়ে তার আভিজাত্য প্রকাশের চেষ্টা করে না, এর সাথে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ এবং শ্রেণি সচেতনাতার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আগে যেভাবে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকে চিহ্নিত করা যেতো সমসাময়িক ঢাকাতে আধিপত্যশীল শ্রেণি বা উচ্চশ্রেণিকে মার্ক্সীয় শ্রেণি ধারণা দ্বারা সেভাবে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য। সেই সাথে বর্তমান ঢাকা শহরে একই শ্রেণির এর মাঝে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিগত চর্চা লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণিগত পরিচিতির পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে পোশাক দিয়ে সমসাময়িক ঢাকার হাই কালচারকে একদা এক সময় চিহ্নিত করা গেলেও এখন আর তা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমান সময়ে আভিজাত্যের নির্ধারক কোন বিশেষ কাপড় নয়, বরং ব্যক্তির অভিরুচি, ক্রয় ক্ষমতা এবং ব্রান্ডের নামের সংযুক্ততার সাথে যুক্ত। ফলে পাশ্চাত্যসমাজের এলিট শ্রেণির ঐতিহ্যকে রাজকীয় চর্চার বিদ্যমানতার সুত্র ধরে চর্চা করা সম্ভব হলেও ঢাকা শহরের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এলিটিজমকে নির্দিষ্ট কোন চর্চার মধ্য দিয়ে সীমায়িত করা সম্ভব নয়।

৫. উপসংহার

সমসাময়িক চিন্তাজগতে ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে 'পপুলার' ও তার বিপরীতে 'হাইকালচার'কে নির্মাণ করা ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রেক্ষিতে যতটা সহজ, ঢাকা শহরের নগর সংস্কৃতির আলোকে 'পপুলার' বনাম 'হাইকালচার' প্রসঙ্গটি ততটাই জটিল। এমনকি পাশ্চাত্যের এলিট

গোষ্ঠীকে যতটা সহজে চিহ্নিত করা যায় সমসাময়িক ঢাকাতে সেটিও অসম্ভব একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে হাইকালচার বলতে আমরা ঠিক যেভাবে এলিট বা অভিজাত শ্রেণির চর্চিত সংস্কৃতিকে বুঝে থাকি তা বর্তমান সময়কালে নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। কেননা সমসাময়িক কালে বিশ্বায়ন, টিভি মিডিয়া, ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক এতটাই পরিব্যপ্ত যে, এখানে যে কেউই ঘটনা চক্রে যে কোন সংস্কৃতি চর্চার অংশ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার পাশ্চাত্যে হাইকালচারকে যেভাবে ঐতিহ্যবাহী বংশানুক্রমিকতার মধ্য দিয়ে দেখা যায় এখানে সেটিও লক্ষ্য করা যায় না। ঢাকার হাইকালচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এখানে হাই কালচার কেবল ব্যক্তির কোন বিদ্যমান বাস্তবতা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্বতা, পরিচিতি ও অভিরুচির সাথে যুক্ত। Grimsrud যেভাবে দেখতে চান এখানে ঠিক সেভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, হাই কালচার প্রজন্ম হতে প্রজন্মে পর্যবশিত কালচার হিসেবে প্র্যাকটিস হচ্ছে না। অন্যদিকে Hall বলেন, একটি পপুলার কালচার ঠিক যেভাবে হাই কালচারে রূপান্তরিত হতে পারে আবার হাই কালচার পপুলার কালচারে রুপ নিতে পারে। বর্তমান ঢাকা শহরে প্রচুর সাধারণ সাংস্কৃতিক চর্চাকে হাই কালচারে রূপ দেয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, যেমন বাউল সঙ্গীত যে কোন অর্থেই জনসংস্কৃতির অংশ কিন্তু বাংলা বর্ষ বা বিভিন্ন ঋতু বরণ উৎসবে ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেল হতে শুরু করে সরকারী অফিস আদালত ও অভিজাত শ্রেণির গৃহ পর্যন্ত এর চর্চা লক্ষ্য করা যায়। একই ভাবে চৈত্র সংক্রান্তিতে নানা পদের সবজীর ব্যাঞ্জন রন্ধন বা পহেলা বৈশাখের পান্তা-ইলিশ, বাতাসা কদমা খাওয়ার চর্চা আমাদের এলিট সংস্কৃতির চর্চা নির্দিষ্টকরণে দিধান্বিত করে। ফলে ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক চর্চা হিসেবে হাই কালচারকে অনুধাবন করা সমস্যাজনক হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তবে একথা সত্য যে, অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নে সমসাময়িক ঢাকাতে যে কোন ব্যক্তিই এলিট হিসেবে আত্মপরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে তথাপি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তির চিন্তা জগতে সে কতখানি তার আভিজাত্যকে ধারণ করছে। অন্যদিকে সমসাময়িক ঢাকার হাই কালচারকে Bourdieu.(1984) এর 'distinctivness' এর ধারণাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেখানে পৃথকতা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক আভিজাত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কারণ বর্তমান ঢাকার অভিজাত শ্রেণি প্রতিনিয়ত নিজস্ব অবস্থান ও পরিচিতি নির্মাণে সাংস্কৃতিক চর্চার স্বতন্ত্র্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে আবার একই সাথে এই আভিজাত্য ধরে রাখার নিমিত্তে ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রতি বিশেষ একধরণের ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, মান সংস্কৃতির আদর্শ বিচারে একটি দীর্ঘ সময় যাবত নজরুল ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বর্তমান সময়কালে ঢাকা শহরে লালন সঙ্গীত, হাসনরাজা, শাহ আবদুল করিম বা আরজ আলী মাতব্বরকে নিয়ে যখন বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে আলাপচারিতা শুরু হয় তখন পুনরায় উচ্চ সংস্কৃতি বনাম নিম্ন সংস্কৃতির ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। একইসাথে ঢাকার হাই কালচার অনুধাবনে অপর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে 'ভোগবাদ', 'ভোগবাদী সংস্কৃতির' প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি ঢাকার হাই কালচার ধারণায়নের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন দেয়া এক অর্থে অসম্ভব ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পপুলার কালচার বনাম উচ্চ সংস্কৃতির ধারণা সমস্যাজনক। সমসাময়িক চিন্তাজগতে ঠিক যেভাবে 'পপুলার' নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, ঢাকার প্রেক্ষাপটে তেমনি এলিট তথা

অভিজাত শ্রেণি নিয়েও রয়েছে নানাবিধ জটিলতা ফলে ঢাকার হাই কালচার বলে আদৌ কোন কিছু গড়ে উঠেছে কিনা সেটিই প্রশ্নসাপেক্ষ।

টীকা

১ 'পপুলার কালচার' বলতে এখানে আমজনতার সংস্কৃতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। একটি দীর্ঘসময় ধরে 'পপুলার কালচার' নির্মাণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে তর্ক-বির্তকের সুত্রপাত ঘটে যেখানে পপুলার কালচারকে একটি প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের রাজনৈতিক টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হয় । এ প্রবন্ধে আমি পপুলার কালচার ও জনসংস্কৃতি শব্দ দুটিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করেছি ।

২ 'হাই কালচার' বলতে 'পপুলার কালচার' এর বিপরীত সাংস্কৃতিক চর্চাকে নির্দেশ কার হয়ে থাকে যেখানে আধিপত্য ও ক্ষমতাশালী শ্রেনীর জ্ঞানচর্চার হাতিয়ার হিসেবে 'হাই কালচার' কে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এটি মূলত এলিট শ্রেনীর চর্চিত মতাদর্শ, সংস্কৃতি, আচার ও মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। এ প্রবন্ধে আমি হাই কালচার ও উচ্চসংস্কৃতি শব্দ দুটিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করেছি।

৩ 'given condition' বলতে এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে যখন ব্যক্তি একটি বিদ্যমান বাস্তবতায় অবস্থান করে এবং বিকল্প কোন বাস্তবতা নির্মাণের সুযোগ থাকেনা।

৪ 'isolated culture' বলতে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতিকে নির্দেশ করা হয়। এখানে এলিট জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাকে বোঝানো হয়েছে যেখানে বিচ্ছিন্নতা দুর্বলতা নয় বরং আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

৫ 'cultural distinction' বলতে মূলত আভিজাত্য ও সাধারণের মধ্যকার ফারাককে নির্দেশ করা হয়। হাই-কালচার বনাম পপুলার কালচার, উচ্চ সংস্কৃতি বনাম নিম্ন সংস্কৃতির পৃথকতাকে নির্দিষ্ট করা হয়।

৬ 'collective will' বলতে এখানে গোষ্ঠী স্বার্থকে বোঝানো হয়েছে যেখানে পপুলার কালচার নির্মাণের নেপথ্যে অধঃস্থন শ্রেণির একাত্মতার রাজনৈতিক যৌক্তিকতাকে উপস্থাপন করা হয়।

৭ 'মুশায়েরা' বলতে উর্দু শেরশায়েরীর আসরকে বোঝানো হয়ে থাকে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সভা হিসেবে বিবেচিত হত। এটি উর্দু সাহিত্যের ঐতিহ্যের পরিবাহক ছিল, এরূপ আসরে অংশ নেয়া ছিল মর্যাদার ও গর্বের।

৮ তৎকালীন ঢাকার অর্থ ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল নায়েব নাযিমদের 'ঈদমিছিল'। যার মিছিল যত বড় হতো এবং যত বেশী এলাকা জুড়ে চক্কর দিত তার মর্যাদা তত বেশী বলে ধারণা করা হতো।

তথ্যপঞ্জী

মামুন, মুনতাসীর (১৯৯৬) *ঢাকার কথা*, মাওলা ব্রাদাসঃ ঢাকা।

রহমান, মিজানুর (২০১১) *ঢাকা পুরাণ*, প্রথমাঃ ঢাকা।

হক, লুৎফুল, সৈয়দ (২০১২) *ঢাকার চিত্রকলা ঢাকাই মসলিন*, প্রতীক প্রকাশনাঃ ঢাকা।

হোসেন, নাজির (১৯৯৫) *কিংবদন্তীর ঢাকা*, প্যারাডাইস প্রিন্টার্সঃ ঢাকা।

রায়, যতীন্দ্রমোহন ও মজুমদার, কেদারনাথ (২০০৩) *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী সম্পাদিত "ঢাকার ইতিহাস" প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডঃ দে'জ পাবলিশিংঃ কলকাতা।

রফিক, রফিকুল (২০০৬) *ঢাকা শহরে উর্দু সংস্কৃতি*, রিদম প্রকাশনাঃ ঢাকা।

আক্রাম, রিদওয়ান (২০০৭) *ঢাকার কোচোয়ানরা কোথায়*, রিদম প্রকাশনাঃ ঢাকা।

Adorno, Theodor W. (2001) *The Culture Industry,* Routledge: London.

Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M. and Wright, D. (2009) *Culture, Class, Distinction,* London & New York: Routledge.

Berger, Peter (1997) Four faces of global culture, *The National Interest*, No.49.

Bourdieu. P (1984) *Distinctions: Asocial critique of the judgement of test,* Routledge: London

Cooney, Patrick (1994) The Only Non-Racist History of the USA, available in The Vernon Johns Society's web page; link http://www.vernonjohns.org/vernjohns/sthtofc.html

Dahl, Stephan (2001) Communications and Culture Transformation: Cultural Diversity, Globalization and Cultural

During, Simon (1999) *The cultural studies reader – introduction,* Routledge: London and New York.

Fiske, John (1995) Popular Culture in Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin (eds) *Critical Terms for Literary Study* (2nd ed), University of Chicago press: Chicago.

Gramsci, Antonio (1971: first published 1930 - 1934) *Selections from the Prison Notebooks* edited and translated by Hoare, Quintin and Nowell Smith, Geoffrey: Lawrence and Wishart

Gripsrud, Jostein (1998) High culture Revisited in John Story edited *Cultural Theory and Popular Culture. –A Reader*, Pearson Education: England

Hall, Stuart (1981) Notes on Deconstructing 'the popular' in R. Samuel (eds) *People's History ans socialist Theory*, Routledge: London

Hall, Stuart (1992) The Question of Cultural Identity in Hall, D. Held, and T. McGrew (eds) *Modernity and its Future*. Polity: Cambridge.

Hall, Stuart (2000). Heaven and Hell: a prodigal life in Patrick Williams and Chrisman (eds) *Colonial Discourse and Post-colonial Theory: a Reader*, Harvester Wheatsheaf: London.

Leavis, F. R. (2008) *The Great Tradition*, Faber and Faber: London.

Lewis, AL (2001) Charlotte's Web: Special Educational Needs in Mainstream Schools in Richards (Eds) *Changing English Primary Education: Retrospect and Prospect,* Trentham Books: Stoke on Trent

Mouffe, Chantal (ed.) (1996) *Deconstruction and pragmatism*. Routledge: London/New York:

Pareto, Vilfredo (2008) *The Rise and The Fall of Elite: An Application of Theorotical Sociology*, Transaction Publishers: Newjersy.

Story, John (1998) edited *Cultural Theory and Popular Culture. –A Reader* . Pearson Education: England.

Thompson, E P (1963). *The Making of English Working Class,* Victor Gollancz: London.